তারিখ ... 22 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ৫ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

ছাত্র রাজনীতি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

ডা. ওয়াজেদ এ খান

দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে গঠিত মহাজোট সরকারের প্রথম শতদিন অতিক্রান্ত না হতেই গোটা দেশে ভেঙে পড়েছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এ অবস্থা এতোটাই নাজুক যে নিরাপত্তাহীনতার কারণে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের ঐতিহ্যবাহী প্যারেড। শুধু তাই নয় নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুলেট এবং গ্রেনেড তাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে ফিরছে, সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমস এবং হেরাল্ড ট্রিবিউনকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেছেন তিনি। এই যদি হয় একজন সরকার প্রধানের অবস্থা তাহলে দেশের সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা কোথায়? পিলখানা হত্যাকাণ্ড ও হাজারে হাজার অপরাধীর পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার কারণেই। দ্রুত বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা। খুন-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি, অপহরণ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলদারিত্ব চলছে ফ্রি স্টাইলে। রাজধানীতে অজ্ঞান পার্টি, মলম পার্টি, সংঘবদ্ধভাবে অভিনব কায়দায় মানুষকে সর্বস্বান্ত করে ঠেলে দিচ্ছে মৃত্যুর মুখে।

সমাজে পাশবিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে একশ্রেণীর মানুষের মাঝে। বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনে সৃষ্ট নৈরাজ্য ও সহিংসতা দেশবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। সরকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির কারণে প্রতিনিয়ত পরিণত হচ্ছে রণাঙ্গনে। সন্ত্রাস সামাল দিতে না পেরে কর্তৃপক্ষ একের পর এক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দু'বছরের শাসনামলে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনা ছাড়া শিক্ষাঙ্গনে তেমন কোন অস্থিরতা দেখা যায়নি। ছিল না হানাহানি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে হল দখলের অশুভ প্রতিযোগিতার কথা। এসময় অনেকটাই শান্ত এবং সুষ্ঠু হয়ে উঠে সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশ। রাজনৈতিক সংস্কার বিতর্ক যখন তুঙ্গে তখন ছাত্র রাজনীতিতে দলীয় লেজুড়বৃত্তি বন্ধের দাবি উঠে বিভিন্ন মহল থেকে। বলাবাহুল্য রাজনৈতিক সংস্কার যেমন কোথাও হয়নি তেমনি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে ছাত্র রাজনীতির দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও সহিংসতা। ধারণা করা হয়েছিলো গত দু'বছরে নূন্যতম একটা শিক্ষা এবং উপলব্ধি এনেছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর কিঞ্চিৎ হলেও এর প্রমাণ মিলবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। বদলে যাবে রাজনীতির ভাষা ও রাজনীতিবিদদের আচার-আচরণ। প্রতিহিংসার পরিবর্তে তাদের মাঝে দেখা যাবে পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধের অনুশীলন। কিন্তু সব আশার গুড়ে বালি। তিন-চতুর্থাংশ আসনে বিজয়ী মহাজোট সরকারের দিন যত যাচ্ছে ততই জটাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। হিমশিম খাচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে। প্রতিদিনই সহিংসতা প্রত্যক্ষ করছে দেশবাসী। প্রবাসী বাংলাদেশীরাও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির বদৌলতে দেশে প্রতি মুহূর্তে ঘটে যাওয়া ঘটনা জানতে পারছে। তারাও দেশে তাদের স্বজনদেরকে নিয়ে উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত। গত দু'মাসে ছাত্র সংঘর্ষের কারণে বন্ধ হয়ে যায় বেশ কটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ। সংঘর্ষে শিক্ষক কর্মচারীসহ আহত হয়েছে সহস্রাধিক। তারপরও থামেনি সহিংসতা। যেকোন মুহূর্তে শিক্ষাঙ্গনে এর চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

শিক্ষাঙ্গনে চলমান নৈরাজ্যে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষুব্ধ, উদ্বিগ্ন অভিভাবকগণ। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রেও চলছে অবাধ ভর্তি বাণিজ্য। মেধার ভিত্তিকে অগ্রাহ্য করে অর্থের বিনিময়ে ভর্তি করা হচ্ছে অযোগ্য ছাত্রছাত্রী। শিক্ষকদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে সৃষ্টি করা হচ্ছে নৈরাজ্য। ইদানীং সড়ক দুর্ঘটনাও বেড়ে গেছে মাত্রাতিরিক্তভাবে। বাড়ছে অস্বাভাবিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। সকল দুর্ঘটনাই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। আইন-শৃঙ্খলা দুর্বল হলে, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে দুর্ঘটনা বেড়ে যায়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পড়ে বিরূপ প্রভাব। এছাড়া পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে জঙ্গী গোষ্ঠী, পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির মতো সন্ত্রাসী চক্র। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে অপরাধ কর্মকাণ্ড। পৃথিবীর সকল দেশ ও সমাজেই অপরাধ কর্মকাণ্ড ঘটে থাকে। তবে তা নিয়ন্ত্রিত হয় দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা। আইনের চোখে একজন অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয় থাকতে পারে না। সুযোগ নেই রাজনৈতিক পরিচয়ে পার পেয়ে যাওয়ার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশে দুর্নীতি, সন্ত্রাসসহ সকল ধরনের অপরাধ কর্মকাণ্ড দলীয় এমনকি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এসেছে বরাবর। একশ্রেণীর ক্ষমতালোভী রাজনীতিক সমাজের সন্ত্রাসী গডফাদারদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ক্ষমতায় আসীন হতে এবং ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকতে চায়। মুখে তারা গণতন্ত্র এবং জনগণের কথা বললেও জনগণের উপর তাদের যেমন কোন আস্থা নেই, তেমনি নেই বিশ্বাস গণতন্ত্রের উপর। তাদের আশ্রয়ে পেয়েই শিক্ষাঙ্গনসহ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেড়ে উঠছে সন্ত্রাসী অপরাধী চক্র। তারাই লালন-পালন করে আসছে সন্ত্রাসী গডফাদারদের।

দেশকে ভয়াবহ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে ওয়ান ইলেভেনের পট পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠে। অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় চালের দাম বেশী হলেও আর যাই হোক দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিলো নিয়ন্ত্রণে। নিরাপত্তা ছিলো মানুষের জান-মালের। শিক্ষাঙ্গন ও পরিবহণ ক্ষেত্রসহ সমাজের কোথাও নৈরাজ্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। পুলিশ প্রশাসন কাজ করেছে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে। প্রতিহিংসার রাজনীতি চর্চা স্থগিত থাকায় অনেকটা স্বস্তিতে ছিলো দেশের মানুষ। যারা গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য বুঝে না, বাড়ি-গাড়ি, অর্থ, বিত্ত, প্রতিপত্তির লোভ-লালসা কখনোই যাদেরকে স্পর্শ করে না, খেটে খাওয়া সেই সকল সাধারণ মানুষ চায় নিরাপদ নির্বিঘ্ন জীবন। তারা একবেলা কম খেয়ে হলেও ঘুমুতে চায় শান্তিতে। শিক্ষাঙ্গনে সন্তানের শিক্ষার নিরাপদ ও সুষ্ঠু পরিবেশ চায়। গ্যারান্টি চায় স্বাভাবিক মৃত্যুর। অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার যে ব্যাকুলতা রাজনীতিকদের মাঝে ছিলো নির্বাচিত হওয়ার পর তাতে ভাটা পড়বে এমনটি আশা করেনি দেশবাসী। নির্বাচন হলেই যে দেশে গণতন্ত্র কায়েম হয় না এবারো তা প্রমাণিত হতে চলেছে। আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যদিও গণতন্ত্রই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যবস্থা। আমরাও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে সর্বোত্তম মনে করি। তারপরও গণতন্ত্র না থাকলে একটি দেশ ও জাতির উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে এমন কোন কথা নেই। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা। সরকারকে দিন বদলাতে হলে আগে বদলে ফেলতে হবে নিজেদেরকে এবং শিক্ষাঙ্গনে ত্রাসের রাজনীতি বন্ধ করতে হলে ছাত্র সংগঠনগুলোকে মুক্ত করতে হবে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি থেকে।

[লেখক : নিউইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক]